বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল

মামলা নং-৮/২০১৫

মোঃ ইউনুছ আলী — ফরিয়াদী
প্রধান বন রক্ষক,
বন রক্ষকের কার্যালয়,
বন ভবন,
আগারগাঁও,
ঢাকা।

বনাম

১। জনাব এম ইউসুফ, প্রধান সম্পাদক — প্রতিপক্ষ
২। জনাব নেজামুল হক, সম্পাদক
দৈনিক আজকের প্রভাত
১৬৯/১, শান্তিনগর
কনকর্ড গ্রান্ড (৩য় তলা)
রুম নং-২০২, ঢাকা-১২১৭।

জুডিশিয়াল কমিটির উপস্থিত চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ ঃ

১। বিচারপতি মোহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ — চেয়ারম্যান।
২। ড. উৎপল কুমার সরকার — সদস্য।
৩। ড. মোঃ খালেদ — সদস্য।

ফরিয়াদীর পক্ষে ঃ জনাব মোঃ মোবাশ্বের হাসান, এডভোকেট।
প্রতিপক্ষে ঃ জনাব আবুল কালাম আজাদ, সহযোগী সম্পাদক, দৈনিক আজকের প্রভাত।
শুনানীর তারিখ ঃ ১১/০৫/২০১৬ইং, ০৫/০৯/২০১৬ইং, ২৬/১০/২০১৬ইং ও ২৯/১১/২০১৬ইং
রায়ের তারিখ ঃ ২৮/১২/২০১৬ইং।

রায়

ফরিয়াদীর আর্জি ঃ

ফরিয়াদী নিবেদন করেন যে, ৬৭/২/এ শান্তিবাগ, ঢাকা-১২১৭ থেকে প্রকাশিত "দৈনিক আজকের প্রভাত" পত্রিকায় বিগত ০৫/১১/২০১৫ইং তারিখের ২২১ সংখ্যায় "প্রধান বন সংরক্ষক ইউনুস আলীর পেটে বন বিভাগের শতশত একর জমি" "রক্ষক যেখানে ভক্ষকের ভূমিকায়-১" শিরোনামে প্রকাশিত অসত্য, আপত্তিকর, কাল্পনিক, বানোয়াট ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত সংবাদ প্রকাশ করার মাধ্যমে ফরিয়াদীকে সামাজিক ও ধর্মীয়ভাবে হেয়প্রতিপন্ন ও ব্ল্যাকমেইল করার অপচেষ্টা করা হয়েছে।

ফরিয়াদী আরও নিবেদন করেন যে, সংবাদটি সম্পূর্ণ অসত্য, ভিত্তিহীন, বানোয়াট, মনগড়া, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও মানহানিকরও বটে। এ ধরনের সংবাদ জাতিকে বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতিতে ফেলবে এবং সরকারি কাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে।

ষাট বছরের অধিক সময় পর্বে জমিদারদের কিছু জমি ঢাকা বন বিভাগের নিকট ব্যবস্থাপনার জন্য ন্যস্ত করা হয়। সরকারি গেজেট মূলে প্রাপ্ত এই সকল সি.এস দাগভূক্ত জমির কিছু ভূমি তখন থেকে ব্যক্তি বিশেষের নামে রেকর্ড হয় এবং বিভিন্ন ব্যক্তি ও কোম্পানী ভোগদখল করে আসছে। কিছু জমি স্থানীয় ভূমি মালিকদের নিকট থেকে প্রভাবশালীদেও দখলে চলে যায়। এই সকল জবরদখলকারী ব্যক্তি ও কোম্পানীর নামে একাধিক দেওয়ানী, রেকর্ড সংশোধনী ও উচ্ছেদ মোকদ্দমা বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন আছে।

প্রতিবেদনে উল্লেখিত বনাঞ্চল গাজীপুর জেলা ও ঢাকা জেলার সাভার উপজেলার আওতাধীন এবং এলাকাসমূহ ঢাকা বন বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন। এই বন বিভাগের দায়িত্বে একজন বিভাগীয় বন কর্মকর্তা এবং তাকে নিয়ন্ত্রণ করেন একজন বন সংরক্ষক। এলাকাটি প্রধান বন সংরক্ষক মহোদয়ের সরাসরি নিয়ন্ত্রণাধীন নয় এবং ইতিপূর্বেও ফরিয়াদী কখনো ঢাকা বন বিভাগীয় বন কর্মকর্তার দায়িত্বে ছিলেন না। তাই, এই এলাকায় কোন ব্যক্তি বা কোম্পানীকে বনভূমি দেয়ার বিষয়টি সম্পূর্ণ মনগড়া।

বর্ণিত সংবাদে ইচ্ছাকৃতভাবে ফরিয়াদীকে জড়িয়ে অহেতুক অসত্য তথ্য দিয়ে মানহানিকর সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে; যা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। জবর দখলকৃত স্থানে/বনভূমিতে ব্যক্তিগত বাড়িঘর এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে শিল্প প্রতিষ্ঠান আছে; যা উচ্ছেদের জন্য The government and local authority lands and building (Recovery of Possession) Ordinance 1970 এর আওতায় বহু উচ্ছেদ মোকদ্দমা দায়ের করা হয়েছে। তাছাড়া মহামান্য হাইকোর্ট, ঢাকা ও গাজীপুরের বিভিন্ন আদালতে বনভূমি সংক্রান্ত সহস্রাধিক মামলা বিচারাধীন আছে।

মনিপুর বিটের বনভূমি নিয়ে যে সংবাদ উপস্থাপন করা হয়েছে তাও ভিত্তিহীন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, ঢাকা বন বিভাগের রাজেন্দ্রপুর রেঞ্জের মনিপুর বিটের গেজেট মূলে বনভূমি পরিমাণ হচ্ছে ৭৪২ একর। অথচ সংবাদে উল্লেখ করা হয়েছে ১৭শত একর জমি ফরিয়াদী জালিয়াতির মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে দিয়েছে, যাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

জনৈক হাসেম আলী মাতব্বরকে জড়িয়ে যে তথ্য উপস্থাপনা করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কোন ব্যক্তি বিশেষের সহায় সম্পদের সঙ্গে জড়িয়ে সংবাদ পরিবেশন কুৎসা রটানোর শামিল। আত্মীয় ও কাছের লোকজনের সাথে গাজীপুর ও শরিয়তপুরে প্রচুর সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছেন এবং ফ্ল্যাট ও ভবন নির্মাণ করেছে বলে যে বক্তব্য বর্ণিত সংবাদে উপস্থাপন করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ মনগড়া। এ মনগড়া সংবাদের কোন তথ্য সূত্র বা উৎস উল্লেখ না করে মানহানির অপচেষ্টা করা হয়েছে।

শিরোনামে বলা হয়েছে যে, "প্রধান বন সংরক্ষক ইউনুস আলীর পেটে বন বিভাগের শতশত একর জমি" "রক্ষক যেখানে ভক্ষকের ভূমিকায়-১"। কিন্তু সংবাদের স্বপক্ষে সুনির্দিষ্ট কোন কিছুই উল্লেখ নেই। অবশ্য একটি সিন্ডিকেটের কথা উল্লেখ করা হয়েছে; কিন্তু কিভাবে কোন প্রক্রিয়ায় কোন বিটের কত দাগের জমি কাকে অসদুপায়ে দিয়ে দেয়া হয়েছে তার কিছুই সুনির্দিষ্ট ভাবে উল্লেখ করা হয়নি।

রিপোর্টে বলা হয়েছে ১৭শত একর জমি বন সংরক্ষক ইউনুস আলী গং জালিয়াতির মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে দিয়েছে এবং এদের কাছ থেকে কোটি টাকা নিয়ে আত্মসাত করেছে। সংসদের পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সভায় এ বিষয়ে ক্ষোভও প্রকাশ করা হয়। সংসদীয় কমিটির কোন সভায় এ বিষয়ে আলোচনায় ও ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়, তার তারিখ উল্লেখ করা হয়নি। তবে সম্প্রতি হওয়া সভা বলতে সর্বশেষ অনুষ্ঠিত বিগত ২৯/১০/২০১৫ইং তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় গাজীপুরের বন দখল ঠেকানো বিষয়ে আলোচনা হলেও প্রধান বন সংরক্ষক হিসাবে ফরিয়াদীর উপরে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে- এমন কোন নজির সংসদীয় কমিটির ওই দিনের সভার আলোচনায় উপস্থাপিত হয়নি। এমনকি কমিটির সভাপতি মহোদয় মিটিং শেষে প্রেস ব্রিফিংয়েও এ বিষয়ে কিছু উল্লেখ করেননি।

সাংবাদিকতার নীতিমালার কোন কিছুই প্রতিবেদন তৈরিতে মানা হয়নি। প্রতিবেদনের নামে এখানে পরিস্কারভাবে প্রতিবেদক তথা সম্পাদক তার মত প্রকাশ করে অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করেছেন, যার উদ্দেশ্য একেবারেই অসৎ। এখানে অভিযোগকারী কিংবা অভিযুক্তদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়নি। পত্রিকার পক্ষ থেকে কোনরূপ যোগাযোগও করা হয়নি। সাক্ষাৎকার ছাড়া একটি অনুসন্ধানি প্রতিবেদন তৈরি কিভাবে সম্ভব বোধগম্য নয়।

দৈনিক আজকের প্রভাত পত্রিকার কর্তৃপক্ষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে সংবাদটি ছেপে ঐ দিনের পত্রিকাটি পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কক্ষে এবং কর্মকর্তা কর্মচারীদের সরকারি বাসায় বাসায় পৌছে দেয়। যার মাধ্যমে সরকারের অত্র দপ্তরের প্রতি মানুষের নেতিবাচক ধারনা সৃষ্টি হয়েছে।

বনসংরক্ষক হিসাবে ফরিয়াদীর ব্যক্তিগত সুনাম ক্ষুন্ন ও বন বিভাগের প্রশাসনে বিশৃংখলা তৈরিই এর মূল উদ্দেশ্যে এবং কায়েমি স্বার্থ চরিতার্থ করার অসৎ উদ্দেশ্যে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়েছে।

সংবাদ প্রকাশের পর পত্রিকার কপি সংগ্রহ করতে গিয়ে দেখা যায় বিভাগীয় শহরগুলো এবং ঢাকার কোথাও পত্রিকা দোকান কিংবা হকারের কাছে পাওয়া যায় নাই। বাধ্য হয়ে পত্রিকার কপি সংগ্রহ করিতে শেষ পর্যন্ত পত্রিকার অফিসে যেতে হয়েছে এবং প্রতি কপি ৫০০ (পাঁচশত) টাকা দিয়ে সরাসরি সম্পাদক সাহেবের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে হয়েছে। অথচ দেশের প্রধান প্রধান জাতীয় দৈনিকগুলো পুরোনো কপি সর্বোচ্চ ২০ (বিশ) টাকা মূল্যে বিক্রি করে থাকে। তার অর্থ সরকার প্রশাসন, সাধারণ মানুষকে জিম্মি করে অর্থ ও সুবিধা আদায়ের অসৎ উদ্দেশ্যে সংবাদটি প্রকাশ করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও সংবাদ প্রকাশের হুমকি দিয়ে যাচ্ছে চক্রটি। সংবাদটি এদেশের সরকার এবং গণমানুষদের জন্য হুমকি স্বরূপ।

সংবাদের শেষ লাইনে লেখা হয়েছে "আমাদের এই অনুসন্ধান অব্যাহত আছে আমরা আগামী পর্বে তা পাঠকরদের কাছে বিস্তারিত তুলে ধরবো"। আগামী পর্বের খোঁজ নিতে গিয়ে পত্রিকার অফিসে আবারো গিয়া জানা যায় ০৬/১১/২০১৫ইং ও ০৭/১১/২০১৫ইং তারিখে তাদের পত্রিকা প্রকাশিত হয়নি। উল্লেখিত অসত্য সংবাদ পরিবেশনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে বিগত ০৮/১১/২০১৫ইং তারিখে বন সংযোগ কর্মকর্তা জনাব হাফিজুর রহমান কথিত দৈনিক আজকের প্রভাত এর সম্পাদক বরাবরে প্রকাশিত সংবাদের এক প্রতিবাদ লিপি প্রেরণ করা হয়। কিন্তু সম্পাদক তঞ্চকতায় আশ্রয় নিয়ে উক্ত প্রতিবাদ লিপিটি বিগত ০৯/১১/২০১৫ইং তারিখে বিকৃত আকারে আংশিক ছাপানো হয়। তাতে অভিযোগের কারণ প্রশমিত হয়নি। কারণ তাদের ভুয়া প্রতিবেদন বা ভুল খবর ছাপানো হয়েছিল এ মর্মে কোন প্রেসনোটও ছাপেনি।

মূলত কথিত উক্ত পত্রিকাটি নিয়মিত ছাপাও হয়না। শুধুমাত্র মানুষের হয়রানির উদ্দেশ্যে তাৎক্ষনিক ভাবে মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও চটকদার সংবাদ পরিবেশন করিয়া আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করাই উল্লেখিত সংবাদপত্র কর্তৃপক্ষের একমাত্র নেশা ও পেশা। এ ধরনের অপসাংবাদিকতা দেশের জন্য ক্ষতিকর ও বিপদজনক, সরকার ও ব্যক্তির জন্য বিব্রতকর। এছাড়া সরকারি জমি জবরদখলকারীদেরও উৎসাহ দিবে। তাই এতদবিষয়ে পত্রিকাটির সম্পাদক,প্রকাশক, প্রধান প্রতিবেদক এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদকের বিরুদ্ধে প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ১২ ধারার আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ একান্ত আবশ্যক।

উপরোক্ত অবস্থার প্রেক্ষিতে প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ১২ ধারার আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আবেদন করেন।

প্রতিপক্ষের জবাবঃ

প্রতিপক্ষ নিবেদন করেন যে, সাংবাদিকতার সমস্ত নীতি মেনেই প্রতিবেদন তৈরী করা হয়েছে। গত ২৯/১০/২০১৫ইং তারিখে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় কমিটির সভায় গাজীপুর বন বিভাগের ১২ হাজার ৩২১ একর বেদখল জমি অবৈধভাবে দখল করে আছে বলে উল্লেখ করা হয়। এই ভূমি উদ্ধারে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়ার জন্য আলোচনা হয় এবং ভূমি দখল ঠেকানোর বিষয়ে আলোচনা হয়। সুতরাং সরকারি বন বেদখল হওয়ার দায় প্রধান বন রক্ষক তার দায় কোনভাবেই এড়াতে পারে না।

অভিযোগের ২নং দফায় ফরিয়াদী নিজেই স্বীকার করেছেন 'কিছু জমি স্থানীয় ভূমি মালিকদের নিকট থেকে প্রভাবশালীদের দখলে চলে যায়। এই সকল জবরদখলকারী ব্যক্তি ও কোম্পানীর নামে একাধিক দেওয়ানী রেকর্ড সংশোধনী ও উচ্ছেদ মোকদ্দমা বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন আছে' এ উক্তির মাধ্যমে ফরিয়াদী প্রকারান্তরে স্বীকার করে নিয়েছেন যে বন বিভাগের জমি বেদখল আছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সংযোগিতা ব্যতিত বন ভূমি দখল করা যে সম্ভব নয় তা দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার। সুতরাং প্রধান বন সংরক্ষক হিসেবে তিনি কোনভাবেই তার দায় এড়াতে পারেন না।

মনিপুর বিটের ১৭ একর জমিতে নির্বিচারে বন ধ্বংস করে টিন সেড বাড়ী তৈরী করে বছরের পর বছর নিম্ন আয়ের মানুষের কাছে ভাড়া দেয়া হচ্ছে। সকল কর্মকর্তা কর্মচারী ফরিয়াদীর অধীনে তাই তিনি অন্যের উপর দোষ চাপিয়ে দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। সকল অনিয়মের দায় সর্বশেষ তার উপরেই বর্তাবে তাকেই জবাব দিতে হবে।

অভিযোগের ৬নং দফায় ফরিয়াদী বলেছেন যে, কোন ব্যক্তি বিশেষের সহায় সম্পদের সংবাদ পরিবেশন করা কুৎসা রটানোর শামিল। তাহলে বাংলাদেশের কেউ আর অবৈধ সম্পদ নিয়ে কোন সংবাদ পরিবেশন করবে না। কিন্তু বনমালি হাসেম আলী মাতব্বর যে ফরিয়াদীর ভাতিজা নয় তা তিনি একবারও অস্বীকার করেন নাই। সামান্য বনমালি হাসেম আলী। প্রধান বন সংরক্ষক হাশেম আলীর চাচা এই পরিচয়কে পুজি করে হাশেম আলী অবৈধভাবে নানা অনিয়ম করে বন বিভাগ থেকে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে ।

গাজীপুরেই এই হাসেম আলী তৈরী করেছেন তিনটি আলিশান বাড়ী। মনিপুর বিটের সান পাওয়ার কারখানার গোডাউন সংলগ্ন যার সি এস খতিয়ান ৪২৪ দাগে একটি এবং অপরটি সিএস ১৮৮ দাগে। এ বিষয়ে ফরিয়াদী কোন কথাই বলেননি। ফরিয়াদীর বাড়ী শরিয়তপুরে হলেও তিনি নিজেকে বিশেষ একটি অঞ্চলের লোক বলে পরিচয় দেন সে প্রসঙ্গেও কিছু বলেননি।

পত্রিকার মূল্য ৫০০ টাকা নেয়া হয়েছে এবং তা যথাযথ রসিদের মাধ্যমে নেয়া হয়েছে। প্রতি কপি পত্রিকার মূল্য ৫ টাকা সে হিসেবে ১০০ কপি পত্রিকার মূল্য ৫০০ টাকা নেয়া হয়েছে এবং স্বচ্ছতার প্রমাণস্বরূপ প্রতিপক্ষ টাকার রসিদ দিয়েছে। এখানে প্রতিপক্ষের কি অপরাধ তা বোধগম্য নয়।

প্রধান বন সংরক্ষক তথা বন বিভাগের দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষের অনুসন্ধান অব্যাহত আছে যা যথাযথ তথ্য উপাত্তসহ যথাসময়ে প্রকাশ করা হবে।

ফরিয়াদীর বিরুদ্ধে ২০০৩ সালে গুলশান থানায় দেড় কোটি টাকা দুর্নীতির মামলা হয় সে মামলা থেকে কোন পন্থায় তিনি অব্যাহতি নেন সে বিষয়ও আমাদের অনুসন্ধান অব্যাহত আছে।

প্রতিবেদন তৈরী করতে গিয়ে আমরা প্রধান বন সংরক্ষক ফরিয়াদীর বক্তব্য নেয়ার জন্য তার ০১৭১৫৩৭১৯৬৫ ফোনে অনেক বার ফোন দেয়া হলেও তিনি রেসপন্স করেননি।

সংবাদপত্রের নীতিমালার প্রতি অনুগত থেকে প্রতিবেদন প্রকাশের পর ইউনুস আলীর দপ্তর থেকে যে প্রতিবাদ লিপি পাঠানো হয় তা আমরা প্রথম পৃষ্ঠায় যথাযথ গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ করি।

২৯ অক্টোবর ২০১৫ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ১৭তম বৈঠকে যে সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় তার ৫নং প্রস্তাবে বলা হয়, 'কমিটির সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে এবং নীতিমালার আলোকে ৩ বছরের বেশী সময় একই কর্মস্থলে থাকা কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে বদলী করার সুপারিশ করা হয়।' প্রায় পাঁচ বছর প্রধান বন সংরক্ষক ফরিয়াদী স্বপদে বহাল থেকে সংসদীয় কমিটির আদেশ অমান্য করেছেন এর চেয়ে বড় দুর্নীতি আর কি?

ফরিয়াদীর প্রতিউত্তর ঃ

ফরিয়াদী প্রতিউত্তর দাখিল করে নিবেদন করেন যে, দৈনিক আজকের প্রভাত পত্রিকার সম্পাদক নেজামুল হক তাহার জবাব দানের প্রারম্ভে উল্লেখ করেছেন যে, গত ২৯/১০/২০১৫ইং তারিখে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় কমিটির সভায় গাজীপুর বন বিভাগের ১২ হাজার ৩২১ একর বেদখল জমি অবৈধভাবে দখল করে আছে বলে উল্লেখ করা হয়। এই ভূমি উদ্ধারে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য আলোচনা হয় এবং ভূমি দখল ঠেকানোর জন্য আলোচনা হয়। সুতরাং সরকারি বন বেদখল হওয়ার দায় ফরিয়াদী প্রধান বনরক্ষক হিসাবে তার দায় কোন ভাবেই এড়াতে পারেনা। সম্পাদকের উল্লেখিত বক্তব্য আবেদনকারীর বিরুদ্ধে কোন সুনির্দিষ্ট দায় বর্তায় না। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় কমিটি তাহার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনয়ন করেন নাই। যেহেতু তিনি ভূমি বেদখলে দখলকারীদের কোন প্রকার সাহায্য সহযোগিতা অনুকম্পা প্রদর্শন করে নাই, সেইহেতু সংসদীয় কমিটি তাহার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উত্থাপন করেন নাই। অধিকন্তু ঢাকা বন বিভাগের ভূমি বেদখলের ইতিহাস দীর্ঘদিনের। ঐসময়ে ফরিয়াদী ঢাকা বন বিভাগের কোন কার্যক্রমে দায়িত্ব প্রাপ্ত ছিলেন না। তদুপরী গাজীপুর বন বিভাগের ১২ হাজার ৩২১ একর বেদখল জমি অবৈধভাবে দখলের বিষয় এবং ভূমি উদ্ধারের যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়গুলি তিনিই সংসদীয় কমিটির গোচরীভূত করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছেন, বিধায় সংসদীয় কমিটি তাহার বিরুদ্ধে কোন প্রকার অভিযোগ উত্থাপন করে নাই। দীর্ঘদিন পূর্বে ঢাকা বন বিভাগের বেদখল হওয়া ভূমির দায়-দায়িত্ব কোন ক্রমেই ফরিয়াদীর উপর বর্তায় নাই এবং তদপ্রেক্ষিতে একজন পদস্থ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আজগুবি সংবাদ পরিবেশন করে তাহার সুনাম ও খ্যাতি ক্ষুন্ন করা অবশ্যই দন্ডনীয় অপরাধ।

জনাব সম্পাদক নেজামুল হক অভিযোগের জবাবে আরো উল্লেখ করেন যে, ইউনুছ আলীর পাঠানো অভিযোগ নামার ২নং অভিযোগে তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন কিছু জমি স্থানীয় ভূমি মালিকদের নিকট থেকে প্রভাবশালীদের দখলে চলে যায় এই সকল জবরদখলকারী ব্যক্তি ও কোম্পানীর নামে একাধিক দেওয়ানী রেকর্ড সংশোধন ও উচ্ছেদ মোকদ্দমা বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন আছে, এ উক্তির মাধ্যমে তিনি প্রকারান্তরে স্বীকার করে নিলেন যে, বন বিভাগের জমি বেদখল আছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতা ব্যতিত বনভূমি দখল করা যে সম্ভব নয় তা দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার। সুতরাং প্রধান বনরক্ষক হিসাবে ফরিয়াদী কোনভাবেই দায় এড়াতে পারে না। জবাবদানকারী সম্পাদকের উল্লেখিত বক্তব্য সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট, ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। ফরিয়াদী ঘটনার বাস্তবতা স্বীকার করেই উল্লেখিত বক্তব্য প্রদান করেছে তার মানে এই নয় যে, ফরিয়াদী প্রভাবশালীদের ভূমি দখলে নেওয়ার সহযোগিতা করেছে। দেশের অন্যান্য ক্ষেত্রে মতো বন বিভাগের ভূমি ও কালক্রমে প্রভাবশালীদের দখলে চলে যায়। যেহেতু, উল্লেখিত প্রভাবশালী ব্যক্তি ও কোম্পানীর বিরুদ্ধে একাধিক দেওয়ানী/রেকর্ড সংশোধনী ও উচ্ছেদ মোকদ্দমা বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন আছে। বিচারাধীন বিষয়ে হস্তক্ষেপ আদালত অবমাননার শামিল। তাই মামলাগুলো যথাযথভাবে পরিচালনা করে উক্ত ভূমি উদ্ধারের চেষ্টা করে হচ্ছে। জনাব সম্পাদক সাহেব বিচারাধীন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে মূলত আদালত অবমাননা করেছেন। পক্ষান্তরে ঘটনার বিষয়ে সত্য স্বীকারোক্তি তাহার বিরুদ্ধে কোন দায় বর্তায় না।

ফরিয়াদী তার অভিযোগের বক্তব্য সঠিক এবং প্রতিপক্ষের জবাবের সকল বক্তব্য অস্বীকার করে তিনি ন্যায় বিচারের প্রার্থনা করেছেন।

তিনি আরও দাবী করেন যে, ৩ বৎসর না ৫ বৎসর ফরিয়াদী স্বপদে বহাল আছে, উহার কর্তৃত্ব সদাসয় সরকারের এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষ উহা নিয়ন্ত্রণ করেন। এ বিষয়ে কথা বলার আইনানুগ বা যৌক্তিক অধিকার জনাব সম্পাদকের নেই। বিষয়টি সরকারের এখতিয়ারাধীন।

পরিশেষে, ফরিয়াদী ন্যায় বিচারের স্বার্থে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়ার জন্য আবেদন করেছেন।

ফরিয়াদীর বিজ্ঞ আইনজীবী নিবেদন করেন যে, সংসদের পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সভায় এ বিষয়ে ক্ষোভও প্রকাশ করা হয়। সংসদীয় কমিটির কোন সভায় এ বিষয়ে আলোচনায় ও ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়, তার তারিখ উল্লেখ করা হয়নি। তবে সম্প্রতি হওয়া সভা বলতে সর্বশেষ অনুষ্ঠিত বিগত ২৯/১০/২০১৫ইং তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় গাজীপুরের বন দখল ঠেকানো বিষয়ে আলোচনা হলেও প্রধান বন সংরক্ষক হিসাবে ফরিয়াদীর উপরে ক্ষোভ

প্রকাশ করা হয়েছে- এমন কোন নজির সংসদীয় কমিটির ওই দিনের সভার আলোচনায় উপস্থাপিত হয়নি। এমনকি কমিটির সভাপতি মহোদয় মিটিং শেষে প্রেস ব্রিফিংয়েও এ বিষয়ে কিছু উল্লেখ করেননি।

তিনি আরও নিবেদন করেন যে, সাংবাদিকতার নীতিমালার কোন কিছুই প্রতিবেদন তৈরিতে মানা হয়নি। প্রতিবেদনের নামে এখানে পরিস্কারভাবে প্রতিবেদক তথা সম্পাদক তার মত প্রকাশ করে অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করেছেন, যার উদ্দেশ্য একেবারেই অসৎ। এখানে অভিযোগকারী কিংবা অভিযুক্তদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়নি। পত্রিকার পক্ষ থেকে কোনরূপ যোগাযোগও করা হয়নি। সাক্ষাৎকার ছাড়া একটি অনুসন্ধানি প্রতিবেদন তৈরি কিভাবে সম্ভব বোধগম্য নয়। বরং বনসংরক্ষক হিসাবে ফরিয়াদীর ব্যক্তিগত সুনাম ক্ষুন্ন ও বন বিভাগের প্রশাসনে বিশৃংখলা তৈরিই এর মূল উদ্দেশ্যে এবং কায়েমি স্বার্থ চরিতার্থ করার অসৎ উদ্দেশ্যে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়েছে।

পরিশেষে, ফরিয়াদীর বিজ্ঞ আইনজীবী পত্রিকাটির সম্পাদক,প্রকাশক, প্রধান প্রতিবেদক এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদকের বিরুদ্ধে প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ১২ ধারার আলোকে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান।

প্রতিপক্ষগণের পক্ষে জনাব আবুল কালাম আজাদ, সহকারী সম্পাদক যুক্তি-তর্ক উপস্থাপন করেন এবং ফরিয়াদীর বক্তব্যের প্রতি দ্বিমত পোষণ করে নিবেদন করেন যে, বর্তমান আবেদনখানা আইনের চোখে সম্পূর্ণ অচল কেননা ফরিয়াদী ০৫/১১/২০১৫ইং তারিখের প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে প্রেরিত প্রতিবাদলিপি পাওয়া মাত্র ০৯/১১/২০১৫ইং তারিখে ২২৫ নং সংখ্যায় ১ম এবং ২য় পৃষ্ঠায় হুবহু ছাপানো হয়েছে। কিন্তু তারপরেও মিথ্যা উক্তিতে ফরিয়াদী ১৯/১১/২০১৫ইং তারিখে অভিযোগ কাউন্সিলে দাখিল করেছে, তাই বর্তমান অভিযোগটি আমলে না নিয়ে খরচসহ না-মঞ্জুর করা আবশ্যক।

তিনি আরও নিবেদন করেন যে, সাংবাদিকতার রীতিনীতি নিরিখে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়েছে, তাই ফরিয়াদীর আবেদনখানা না-মঞ্জুর করার জন্য আবেদন করেছেন।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

ফরিয়াদীর বিজ্ঞ আইনজীবী এবং প্রতিপক্ষগণের পক্ষের সম্পাদক এর যুক্তি-তর্ক শুনা হলো। ফরিয়াদীর অভিযোগ, প্রতিপক্ষের জবাব এবং ফরিয়াদীর প্রতিউত্তর বিশ্লেষণ করা হলো।

ফরিয়াদীর বিজ্ঞ আইনজীবী এবং প্রতিপক্ষের যুক্তি-তর্কের আলোকে ফরিয়াদীর আবেদনপত্র পরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, প্রকাশিত প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে ক্ষুব্ধ হওয়ার কারণ আবেদনপত্রের ১৩ দফায় উল্লেখ করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট অংশটুকু নিম্নে হুবহু উদ্বৃত করা হলো।

> **"উল্লেখিত অসত্য সংবাদ পরিবেশনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে বিগত ০৮/১১/২০১৫ইং তারিখে বন সংযোগ কর্মকর্তা জনাব হাফিজুর রহমান কথিত দৈনিক আজকের প্রভাত এর সম্পাদক বরাবরে প্রকাশিত সংবাদের এক প্রতিবাদ লিপি প্রেরণ করা হয়। কিন্তু সম্পাদক তঞ্চকতায় আশ্রয় নিয়ে উক্ত প্রতিবাদ লিপিটি বিগত ০৯/১১/২০১৫ইং তারিখে বিকৃত আকারে আংশিক ছাপানো হয়। তাতে অভিযোগের কারণ প্রশমিত হয়নি। কারণ তাদের ভুয়া প্রতিবেদন বা ভুল খবর ছাপানো হয়েছিল এ মর্মে কোন প্রেসনোটও ছাপেনি।"**

১৯/১১/২০১৫ তারিখে ফরিয়াদী আবেদন দাখিল করেছেন। অপরপক্ষে প্রতিপক্ষের যুক্তি-তর্ক কালে উপস্থাপনকৃত বক্তব্য পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, ফরিয়াদীর প্রতিবাদপত্রটি দৈনিক আজকের প্রভাতের প্রথম ও দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়, সংখ্যা ২২৫, তারিখ ০৯/১১/২০১৫ তে হুবহু ছাপানো হয়েছে। তারপরে আবেদনপত্র দাখিলের কোন হেতু উদ্ভব হয় না। এমতাবস্থায়, প্রতিপক্ষের বক্তব্য সঠিক বলে প্রতিয়মান হয়। প্রতিবাদপত্রটি হুবহু প্রথম ও দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ছাপানোর পরে অভিযোগের কোন কারণ থাকে না। তাই, হেতুবিহীন অভিযোগ অচল। আবেদনপত্রটি ১৯/১১/২০১৫ তারিখে দাখিল করেছে, কিন্তু কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রতিপক্ষ সম্পূর্ণ প্রতিবাদপত্রটিই ছেপেছে, কোন অবস্থাতেই বিকৃত আকারে আংশিক নয়। বরং ফরিয়াদী সত্য গোপন করেছে। রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তার নিকট থেকে এরূপ আচরণ আশা করা যায় না।

এমতাবস্থায়, প্রতিপক্ষের দাবীর প্রেক্ষিতে খরচসহ আবেদনপত্রটি না-মঞ্জুর করা সমীচীন বলে মনে হয়।

আমরা উপরোক্ত অবস্থাধীনে অভিযোগের গুনাগুণের উপর আর কোন মতামত দেওয়া প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।

ফরিয়াদীর আইনজীবী এবং প্রতিপক্ষের যুক্তিতর্ক, দাখিলকৃত আবেদনপত্র, প্রতিপক্ষের জবাব, ফরিয়াদীর প্রতিউত্তর এবং দৈনিক আজকের প্রভাত পত্রিকার ০৯/১১/২০১৫ তারিখের সংখ্যা ২২৫ বিবেচনায় এনে আমরা সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে আবেদন (অভিযোগ) পত্র দাখিলের কোন হেতু উদ্ভব হয়নি কেননা প্রতিপক্ষ ০৯/১১/২০১৫ তারিখে ফরিয়াদীর প্রতিবাদপত্র হুবহু প্রথম ও দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ছেপেছেন, ফলে অভিযোগের কারণ প্রশমিত না হওয়ার কোন কারণ নেই। তাই, হেতুবিহীন আবেদন পত্রটি না-মঞ্জুর করা হলো।

এই আদেশের সহী মহুরী নকল পাওয়ার পর প্রতিপক্ষ তার সুবিধামত সময়ে রায়টি প্রকাশ করবেন।

স্বাক্ষরিত/-

(বিচারপতি মোহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ)
চেয়ারম্যান

স্বাক্ষরিত/-

(ড. মোঃ খালেদ)
সদস্য

স্বাক্ষরিত/-

(ড. উৎপল কুমার সরকার)
সদস্য